

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৯ নভেম্বর ১৯৫৮

প্রকাশক ঃ দেবকুমার বসু | ৯/৩ টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক ঃ হরিপদ পাত্র | সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলিঃ-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ সমীর ঘোষ

সবই তো ভাসিয়ে দিই
ভেসে যাওয়া জলে
তবু কিছু রাখি তুলে
হয়তো সে নেবে ভুলে
তাপিত কমল করতলে।

সূচীপত্র

● অমল অন্ধকার

যে ধ্রুবপদ দিয়েছ

প্রভু, এই নম্র নিরুচ্চার সমাচ্ছন্ন শব্দের গভীরে
সমস্ত হৃদয় আজ সমর্পিত ঃ মনে উন্মথিত ভয়
বুকের পাতাল বেয়ে অশরীরী অন্ধকার সিঁড়ি
ভালোবাসা শান্তিজল কূপের গভীরে চেয়ে রয়।

সযত্ন লালিত ছায়া মায়াময় মুখচ্ছবিগুলি
সান্ত্বনায় অফুরান মর্মরিত বৃক্ষের মতন
শীতের সতীন স্পর্শে সমর্পিত, সন্ন্যাসী হাওয়ায়
যুবতী প্রেমের হাত স্বভাবতঃ শিথিল যখন।

দ্রুত চুম্বনের শব্দ, উষ্ণ আঙুরের ওষ্ঠগুলি, বাসি
প্রভু, নিরাপদ ধ্রুবপদ অক্ষের অন্তিমে ফিরে আসি।

প্রেম এসে চলে গেছে

ভালোবাসা অন্ধকারে আলোজ্বালা ধাবমান ট্রেন।

তোমার আয়ত চোখ, বিধুর বুকের ঘ্রাণ
বেশ কিছুকাল রয়ে সয়ে উপভোগ করা গেল, এখন অঘ্রাণ
সুখের কোলের কাছে নরম জ্যোৎস্নার আলো জ্বেলে
বসে আছি ; তুমি সব উপেক্ষায় দর্পিত দু'পায়ে ঠেলে ফেলে
অনায়াস চলে গেছ ঃ   ভেসে যায় প্রতিমার চোখ, পয়োধর
বাহু সজ্জিত ফুলের সাজ, অলক্ত অধর
সব, সব, জলে ধোয়া চিঠির মতন মৌন ; কিম্বা সে অর্জুন
হতমান গাণ্ডীব স্খলিতকর, যূথভ্রষ্ট, শূন্য শর তূণ।

কয়েকটি জোনাকি শুধু চপল আলোর ফিরিওয়ালা, শান্ত বনস্থলী
'প্রেম এসে চলে গেছে,' নিজস্ব সংবাদদাতা আমি এক চুপি চুপি বলি।

নীল কম্বলের গভীরে শুয়ে

ভোরের স্বপ্নের মত ভুলে যেও
বলেছিলে : ভুলিনি
কেননা মাঝে মাঝে স্বপ্নও শুনি সত্য হয়
তুমি সব ভুলে যাবে, শুধু এই ভয়
অনুক্ষণ বিদ্ধ করে
এই ঘোর জ্বরে—
নীল কম্বলের গভীরে শুয়ে থেকে, স্পষ্ট টের পাই
কেবলি আমার ছিলে একদিন
আজ, সে নিঃশর্ত দলিল আর নাই।

মোহিনী অন্ধকার

তোমার চুলের বনে নীল ফুল
কী গভীর হলুদ শাড়িটি তুমি পড়েছিলে সেদিন বিকেলে ঃ
পিছনে রোদ্দুর রেখে হেঁটে যাচ্ছে অস্থির সময়
স্মৃতির উজানে বড় চোরা স্রোত, রক্তের নদীতে তবু ক্লান্ত কোলাহল ।

'হৃদয়ের প্রয়োজনে কেউই কারোর কাছে ঋণী নয়'
আপ্ত বাক্যের মত কথাটা শোনালো,
শূন্য মন্দিরের ঘণ্টা বিজনে বুকের মধ্যে বাজে
ঘুমের ভিতরে কার মগ্ন স্বর 'বিদায়, বিদায় ।'

উজ্জ্বলা, এখন হৃদয়ে এক মোহিনী অন্ধকার খেলা করে ।

তোমার দু'চোখ

তোমার দু'চোখ স্নিগ্ধ ভারী
তার চোখে কি দর্প ছিল।
সূর্যমুখী ফুলের বনে
কালো হলুদ সর্প ছিল!

তোমার বেণী বেলিফুলের
গন্ধে গভীর মগ্ন ছিল
তার চুলে কি সর্বনাশী
দ্বিধায় হৃদয় ভগ্ন ছিল।

তোমার দু'হাত আমন্ত্রণের
স্পর্শে অনুরক্ত ছিল
তার দু'হাতে গনগনে আঁচ
প্রতিশোধের রক্ত ছিল।

তোমার বুকের অন্ধকারে
শান্ত জলের ঝর্ণা ছিল
তার বুকে কি বালিয়াড়ি
অরণ্য অপর্ণা ছিল।

সুসময় হ'লে

মাটির গভীরে তুমি চলে গেছ
বাতাস, চুলের সুগন্ধ তার দেবে না ফিরিয়ে ?
ও-আকাশ চোখের কৌতুক,
আমি তাকে ভালোবাসি, তার মৃদু কোমল অসুখ
তবু তাকে ছিঁড়ে নিল ; তার হাসি
অমলিন হলুদ অতসী ফুল, তবু বাসি
মনে হয় আজ ঃ সান্ত্বনা সকল ফুলে বয়
একদিন, তুমি তার কাছে যাবে হ'লে সুসময় ।

পৃথিবীর মায়েদের মুখ ভালোবেসে

একদিন ঘুমের ভিতরে আমি ঘুমের জগতে চলে যাবো
জানি কেহ কাঁদিবেনা, ঝিঙের তরুণী-ফুল চুপে লতা বেয়ে উঠে এসে
কেমন পেয়েছ শান্তি, মিটেছে সকল দ্বন্দ্ব শুধারে হলুদ হাসি হেসে ;
না হয় এবার এসো আমাদের দলে, সুখের দোপাটি ফুল
হয়ে, সাজাবে খোঁপাটি কোন উদাসীন রূপসীর ফুল্ল লাল চুল
জোনাকীর মত ; না তুমি নিমেষ নীল ব্যথায় নিহত বলে
অপরাজিতার ফুল হোতে চাও, না হয় মোহিনীর মোমহাতে
তুঁত রঙ নীলা হলে ;
কেমন কৌতুকে হেসে রোদের রঙের প্রজাপতি,
গংগা ফড়িং, ঝিঁঝিঁ পোকা
বলল অমল ফের ফিরে এসো, মানুষের স্নেহে
মায়ের কোলের স্বপ্নে খোকা
হয়ে, শোধ দিতে নীলিমার ঋণ ; জলের মীনের মনে অবিচল শান্তি নেই
নাহলে অগাধ অবগাহে ভেসে যেতে ; নীলিমার মুখ চেয়ে
মৃদু হিম হেসে
বললেম চুপে 'আবার আসবো ফিরে পৃথিবীর মায়েদের
মুগ্ধ মুখ ভালোবেসে ।'

বহুদিন পরে ঘরে ফেরা

গাছেরা যেমন আছে থাক
পশুপাখি নিসর্গ প্রকৃতি
সব থাক চিত্রার্পিত ;
আমি যে আবার তোমাদের কাছে
গাঢ় হৃদয়ের, ঘনিষ্ঠ তাপের মধ্যে
ফিরে যেতে চাই ; যেমন ঘরের ছেলে
ঘরে ফেরে বহুদিন পরে।

দু'হাত বাড়িয়ে কেউ ডাকছে, কেবলি
কানে বাজছে—'কিরে খোকা এলি'।

ঈশ্বর অমেয় তাই

মাথার উপরে আঁকা মায়াবী মসৃণ নীলাকাশ
পায়ের তলায় পাতা বৃক্ষের পবিত্র ঘন ছায়া
জানি সব নিরাময় সময়ের নিজস্ব নিয়মে
একান্ত নিভৃত দুঃখ গোপন দমিত দীর্ঘশ্বাস ।

দু'জনায় গল্প গড়ি ঘটনাকে যায় না এড়ানো
দুঃখের দুর্বার হাত বুকের গহনে উষ্ণ ক্ষত
ঝড়ের দামাল দাঁতে অগোছাল সতর্ক সংসার
দু'জনেই জেনে গেছি কেঁদে তাকে যাবেনা ফেরানো ।

নত হয়ে চুমো খেলে তোমার ঘুমন্ত শিশুটিকে
অপার্থিব আলো জ্বলে সূর্যমুখী পুষ্পিত বাগানে
তোমার বুকের মধ্যে গল্প বোনে নিশীথের নদী
ঈশ্বর অমেয় তাই সব কিছু করে দিন ফিকে ।

নম্র কাঠ গোলাপের হাসি

তোমার খোঁপায় কবে নম্র কাঠ গোলাপের হাসি ফুটে উঠেছিল
চকিত জ্যোৎস্নার হাতে ছুঁয়ে গেছ কবে অকারণে
সে স্মৃতি বিধ্বস্ত আজ
আশ্চর্য সংলাপ কটি ইমন কল্যাণে বাজে কানে
প্রতিমার নিরঞ্জন, তাও চারিদিকে দৃশ্যের আরতি।

অপরাহ্ন বৃক্ষের ব্যঞ্জনা নিয়ে নিবিড় নির্জন হয়ে আসে
নায়িকার নিষ্ক্রমণ মধ্য অংক নির্মম কৌতুক
মেঘের মলাট ছিঁড়ে নীলাকাশ মোহিনী মায়ায় মৃদু হাসে
সলতের মতন পুড়ছে ভ্রষ্টলগ্ন যুবকের বুক।

তোমার খোঁপায় কবে কাঠ গোলাপের হাসি বড় নম্র হয়ে ফুটে উঠেছিল।

ঘাসের গভীরে কটি গঙ্গা ফড়িং

ঘাসের গভীরে কটি গঙ্গা ফড়িং
নীলিমায় গভীর হলুদ প্রজাপতি
বয়স্ক শরীর থেকে ছাড়া পেয়ে
আমাদের সন্তান সন্ততি
নীলিমার প্রয়োজনে খেলা করে
আমাদের নিবিড় প্রণয়—
গাছের ঋজুতা নিয়ে জেগে থাকে আলোছায়া ময়

হলুদ পাতায় আর হাওয়া নেই
কৃষ্ণচূড়ার নিভে গিয়েছে মশাল
হয়তো ক্রমশঃ ক্ষয়ে আমাদের কাল
শেষ হোল, এখন নিসর্গ শুধু বিদায় বিদায়
ধ্বনি দেয়, ঝাউ বনে শুনি তার সায়।

তোমার চোখের রঙ, চুলের নরম ঢাল
ঠোঁটের বঙ্কিম অভিমান
চুরি করে নিয়ে বাঁচে
আমাদের অমল সন্তান
শোধ করে নীলিমার ঋণ
ঘাসের গভীরে খেলে গঙ্গা ফড়িং
যেমন খেলছে চিরদিন।

হলা পিয় সহি

তীক্ষ্ণ স্তনেতে চোখ ছিঁড়ে যায় সখি
দু'চোখে হেনো না বাণ
চুল খুলে দিলে কালো জলে কান্নার
দু'কূল ছাপানো বান।

কৌতুকে ঝরে কুন্দ ফুলের হাসি
রাঙা অভিমান ঠোঁটে
বসনের আড়ে বাতাসের মাতামাতি
যৌবন ধন লোটে।

ঝাঁপি খুলে আর দেখাসনে সোনা ধান
খর তরঙ্গ নদী
বয়স গিয়েছে তবুও ঝাঁপাতে পারি
দু'হাতে বাঁধিস যদি।

ভালোবাসা হলুদ রুমাল

হ্রদের বুকে ভালোবাসা লুকিয়ে দেখে মুখ
হঠাৎ জাগা কিশোরী মেয়ে অলস কৌতুক,
মাথার পরে নিভৃত নীল আকাশ মেলে ছায়া
বেণীর বাঁকে জড়িয়ে ওঠা চাঁপা ফুলের মায়া,
সোহিনী মুখ সোহাগ করে মোহিনী ছায়াটাকে
হলুদ রুমাল ভালোবাসার ওডিকোলন মাখে।

এখানে যত কাজের ভীড় শেয়ার বেচাকেনা
ফাটকা বাজার টাটকা রাখে ব্যাঙ্কে বাড়ে দেনা,
কখন মনের মুখোমুখি স্বল্প অবকাশে
ভালোবাসা রেশমী রুমাল ঝিলিক দিয়ে হাসে,
ঝাপসা দেখি লায়ান্স রেঞ্জ ট্রেনের হুইসেলে—
চলে গেছ, ভালোবাসার রুমাল গেছ ফেলে।

অন্ধকারে ইন্দ্রধনু

এখন সে ঘাস হয়
ফুল হয়
লতা হয়
তারা হয়ে থাকে ;

কিশোরী মেয়েটি হয়ে
হেঁটে যায়—
তার ছায়া
ছুঁয়েছে আমাকে ।

মাটির গভীরে গাছ
শিকড়ের সন্ধানী শাবল
গেঁথে, তবু আকাশকে ছোঁয়
আলোর পিপাসা—

কখন বলাকা হয়ে
প্রজাপতি হলুদ ডানায়
তার যাওয়া আসা
স্পষ্ট টের পাই—

যেন সে দৃষ্টির লজ্জা
অন্ধকারে ইন্দ্রধনু আঁকে
হৃদয়কে হলুদে ছোপাই ।

স্বপ্নের সবুজ টেলিফোন

ঘুমের গভীরে বাজে স্বপ্নের সবুজ টেলিফোন
কার গলা বেজে ওঠে অবিকল শৈশবের স্বরে
তরল শিশির ঝরে রোদ্দুরের মত অমলিন
বিশুদ্ধ কল্যাণ বাজে অবিরাম রক্তের ভিতরে।

স্বপ্নে টেলিফোন বাজে গীর্জার ঘণ্টার মত গাঢ়
জল তরঙ্গের ধ্বনি যেন বৃষ্টি আশ্বিনের আগে
দুলে ওঠে বুক আর নাবালক সাধেরা সতত
দূরের যাত্রার ট্রেন টানেল টানলে ভালো লাগে।

স্বপ্নে টেলিফোন বাজে দু'চোখ কামনা কাঁপে কার
নিবিড় নক্সার শাড়ী যেন মৃদু গল্পের গহনে
আকুল অলকে বন্যা নীবিবন্ধে বেশরম হাওয়া
চতুর চাঁদের চোখ পদ্মের মুদিত মউ বনে।

স্বপ্নে টেলিফোন বাজে 'অপরূপ জেগে আছ নাকি ?'
জেগে আছি, আছিই তো খরশান উদ্যত উত্তর
গালে টোল ফেলে হাসো দু'চোখে প্রশ্রয় দুটি শিশু
স্বপ্নে সবই তো সত্য সম্পন্ন পবিত্র বাড়ীঘর।

দৃশ্যগুলো

দৃশ্যগুলো নিসর্গে ছড়ানো
শব্দ সব বাঘের খাঁচায়
ভাব যত স্বপ্নে ফুটে ওঠে
প্রাংশুলভ্যে পেড়ে আনা যায়।

তবু কিছু ঘটে না সহজে
না কবিতা বল্লরী বনিতা
কানামাছি খেলছে সবাই
দাড়িম্বে ঢেকেছে বাহুলতা।

চন্দনে কি হবে উপশম
বিষ পোকা কামড়েছে বুকে
তুক যদি নাই কর সখি
দেখা কি রাখলি সিন্দুকে।

দৃশ্য সব নিসর্গে ছড়ানো
বর্মে ঢাকা কবোষ্ণ কাঁচুলি
মরাই-এ পোকায় কাটে ধান
শূন্যে ওড়ে বোকা বুলবুলি।

ভোরের শয্যায় জেগে মৃত এক মীন

ভোরের শয্যায় তার মৃত মুখ জেগে আছে জলে ভাসা কমলের মত
দারুণ দুঃখের ঝড় বাসনার বঞ্চনার বহুবিধ ব্যথা অবিরত
খেলেছে হৃদয়ে ; আজ তার অবসান সুখ দুঃখ আশা ও নিরাশা
কেমন শুয়েছে ফিরে প্রসন্নতা মুখে মেখে কেন এই বার বার আসা
কেন ফিরে যাওয়া অকারণ এই গূঢ় তত্ত্ব কিম্বা প্রশ্নও এখন তাকে
উত্তেজিত করে নাক ঃ কিম্বা সেই পেলবতা যাকে সে পেল না, সুখ
দিল না যে, নিল না যে নিবিড় হৃদয় সে প্রশ্নও অবান্তর,
আজ তার সমস্ত অসুখ
কি যাদু দণ্ডের স্পর্শে অকস্মাৎ সেরে গেল, এখন বিগতভয়, ভারশূন্য
নিস্পৃহ নির্বাক কিম্বা অসম্ভব অনন্তের খুব কাছাকাছি
নিরালম্ব পৌঁছে গেছে ; প্রেমের দু'হাত ছুঁতে সাধ, বহু কানামাছি
খেলা সাঙ্গ হোল, হৃদয় এখন রিক্ত মৃত মৌন গুহার মতন
ঘুমিয়েছে, এতকাল ধিকিধিকি জ্বলেছে যে অনাহত বিশাল যৌবন
সমাহিত শূন্যতায় শুয়ে আছে সেও, ঝুড়ির গহনে স্নিগ্ধ শীতলতা,
মৃত এক মীন
বর্তমানে স্বপ্নের সাগর জলে খেলা করে, জয়ে দর্পী রক্তের তুহিন ।

তীক্ষ্ণ মেঘে বজ্রের বিক্ষোভ

হঠাৎ মেঘটা ডাকলো অপরাহ্ন অন্ধকারে ঢাকা
তোমার কোমল কালো পাখা চোখ দুটি
বড় বেদনায় জলে ভরে ওঠে বার বার।
বাটিকের কারুকার্য জাম রঙ জামা, শাদা হাত
তীক্ষ্ণ আঙুলে আঁকা চন্দ্রহাস নোখের আলপনা
তুমি নত মুখে বসে আঙুলে আঙুল বোনো
সময়কে উপেক্ষায় পায়ে ঠেলে, আর—
বাতাসে শিসের মত শব্দের প্রবাহ অবিশ্রাম
বয়ে যায় অমানিশা খোলা এলো চুলে।
অনামিকা ঘিরে ঘোর নীলার আকাশ
অসীমতা নিয়ে অহর্নিশি তোমাকেই দেখে,
তুমি কথা বলো গানে, প্রাণের ফোয়ারা
অবিরাম ছাপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে
তীক্ষ্ণ মেঘে ঘন বজ্রপাত, অকস্মাৎ বিক্ষোভ জানায়।

রাজকীয় মহিমায় ফিরে আসি

রোজ রোজ একই রাস্তা ধরে হাঁটতে ভালো লাগে না
একই মুখ দেখে দেখে চোখ পচে যায়
একই মাংসে আলুনি আস্বাদ ;

আমি তো সম্রাট নই স্বর্ণাভ বৈভবে
তবু রক্ত চিনাংশুকে রাজ মহিমায় হেঁটে যাই
দু'ধারে দোকান পাট বাড়ীঘর স-সম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেয়
জলের ভিতরে পথ কেটে চলি ক্রাইস্টের মত।

যৌবরাজ্যে অভিষেক হয়েছিল, দামামা বাজেনি
অনূঢ়া সুন্দরী নারী কনিষ্ঠ আঙুলে
রক্ত চন্দনের টিকা কপালে আঁকেনি,
তবু আমি রাজপুত্র রাজ্যহীন পারিষদ হীন
তোমরা হৃদয় দ্বারে নহবৎ বসাও
আমি, রাজকীয় মহিমায় বার বার ফিরে ফিরে আসি।

তুমি চলে গেলে

তুমি চলে গেলে মোমবাতির ভেতর থেকে কখন
অজান্তে আমার আলোটা চুরি হয়ে যায়
অগোছাল বিছানা হাতড়ে বালিশের তলা থেকে তিনটে
শূন্য দেশলাই-এর খোল উদ্ধার করে আনি,
পায়ের নীচে পাপোষটা উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে,
ঘড়ির ঘণ্টাগুলো এলোমেলো বেজে যায়
আয়নায় এক পুরু ধুলোর ভেতর থেকে
নিজেকে ঠিক ঠিক চিনে নিতে কষ্ট হয়,
অবুঝ কুকুর দু'চোখে অভিমান মেখে জানলায় কান পেতে স্থির বসে থাকে।

ছায়া ঘন হতেই হাওয়ারা মুখ ফিরিয়ে নেয়
কালো আলোয়ান গায়ে দিয়ে ভীড়ের ভেতর থেকে
কখন অকারণে অফুরান অন্ধকার উঠে আসে,
ঘুমের ভেতর হানাদার দস্যুরা স্বপ্নের সীমানায়
মরার খুলি আঁকা লাল নিশান উড়িয়ে দেয়
হাড়ের গুণ চিহ্ন দ্বিগুণ প্রতিশোধ নেবে বলে কেবলি ভয় দেখায়।

তোমার চিঠি আসে না, কেবল
নিষ্ঠুর নিয়মে নিরস খবরের কাগজখানা জানলায় গুঁজে দিয়ে ভোরবেলাটা
রোজ কেবল চোখের শাদা অংশটা নিয়ে নির্বোধের মত চেয়ে থাকে।

আমি স্বপ্নের ভিতর

আমি স্বপ্নের ভিতর প্রাণপণে সুইচ টিপেও কোন আলো জ্বালাতে পারি না
আমি স্বপ্নের ভিতর এক বুক ঘেমে উঠে একফোঁটা স্বর গলা দিয়ে
ফোটাতে পারি না
আমি স্বপ্নের ভিতর ট্রেনের সমস্ত কামরা ছুঁয়ে কোথাও না
উঠতে পেরে ফিরে আসি
আমি স্বপ্নের ভিতর অনায়াস সাধ্য জাগতিক যা কিছু তার কিছুই পারি না।

আমি স্বপ্নের ভিতর মগ্ন জ্যোৎস্নার মাঠে তবু মাঝে মাঝে তার দেখা পাই।

পারাবার পেরোবার পর

শু র‍্যাকে তিন জোড়া জুতো
ঝক্‌ঝকে পরস্পর কুশল জানায়
সিগারেট পাইপের পেটের ভিতর
কোন ময়লা নেই ঃ   বন্দুকের ব্যারেলে
মাছি পিছলে যায় ;   দেয়াল দরোজা
মসৃণ চিক্কণ কান্তি ঃ   কিন্তু সব চিত্রার্পিত।

দেয়ালে দুলছে মালা, ফটো ঘিরে
ধূপের ধোঁয়ার অস্ফুট মিনতি ভাসে
ফিরে এসো ফিরে এসো বলে,
কিন্তু, কি ফেরা যায়, কেউ ফেরে
পারাবার পেরোবার পরও।

স্বরচিত দুঃখের আঁধার

বড় অসময়ে তুমি এসেছ সখি
এখন তোমার চুলে যে সুবাস খেলা করে
খোঁপায় কামিনী ফুল যে গোপন সুরভি বিলায়
ভ্রু-বিলাসে যে কথা সোচ্চার
তার কিছুই বুঝিনা।

যদিও তোমার মুখ বড় মসৃণ কাঁচের মতন স্বচ্ছ
ভিতরে ভালোবাসা বড় স্পষ্ট হয়ে জ্বলছে
স্ফুরিত অধরে অভিমান সাপের মতন খেলছে
নায়িকার ছলাকলা চটুল চলায়
দ্রুত হাত নাড়ায় প্রেম জলদে বাজছে
তবু তার কিছুই স্পষ্ট নয়।

হৃদয়ে কোথাও এক করুণার নদী ছলছল অন্তঃসলিলে বয়
দুই চোখ আকণ্ঠ তৃষ্ণার জলাধার
দুই করতল মমতায় মায়ের মতন স্নিগ্ধ
ভালোবাসা একমুঠো জুঁই ফুল বৃষ্টি ভেজা অনির্বচনীয়
আমি তাই খুঁজছি।

সে কোথায় পাব সখি, কেউ দিতে পারে
তাই, অভিমানে ফিরে আসি স্বরচিত দুঃখের আঁধারে।

ইচ্ছেগুলো জ্যোৎস্নার বাগানে

জ্যোৎস্নার বাগানে আমার ইচ্ছেগুলো
নীল রঙের সাবলীল হরিণের মত দেখাচ্ছিল,
আচমকা ব্রেসিয়ারের হুকটা খুলে যেতেই
দৃশ্যটা চলকে উঠলো :
আর তক্ষুণি মনে হোল
চোখ দুটোকে নক্ষত্রের নরম নরকে ডুবিয়ে দিলেই বুঝি শান্তি মেলে

তৃষ্ণাগুলো হঠাৎ বড্ড বেশী হ্যাংলা হয়ে উঠছে ইদানীং
দু'টাকা দিয়েই বুঝি বাজি জিতে নেওয়া যায় ;
স্বপ্নের গাঢ় বাদামী রঙের ঘোড়াগুলোতে
আমার সমস্ত উদ্দাম ইচ্ছে ভরে দিয়ে সবুজ সতরঞ্চির উপর
চাবুক কষিয়ে প্রাণপণ ছুটিয়ে দিই
এক, দুই, তিন, তারা-বাজির মত ছিটকে
ট্রিপলটোট বাজি জিততে তারা মরিয়া হয়ে ভেসে যায়।

সবুজ সুডৌল জামার তলায় এক ছটাক বাদামী রঙের
বেওয়ারিশ জমিতে হাত বুলিয়ে দাগে দাগে
মৌজা মিলিয়ে নিতে নিতে
ব্রেল অক্ষরে লেখা একটা গোটা উপন্যাস অনায়াসে পড়ে ফেলি।

ঈশ্বর ঘুণাক্ষরে লেখা তিনটে হাড়ের সমর্থ ঘুঁটি
খট্‌খট্‌ করে বাজিয়ে পাশার ছকের উপর উল্টে দিতেই
বোঝা গেল পবিত্রতা একটা সোনার পাথর বাটি এবং
ধর্মের মশলা মিশিয়ে দুনিয়ার তামাম মন্দির গাঁথা হয়
অশিক্ষিত বিশ্বাসের সঙ্গে সাঁট করে।

জ্যোৎস্নার বাগানে আমার অলীক ইচ্ছেগুলোকে কবর দিয়ে
মাটি মাখা হাত টান করে এইমাত্র উঠে এলাম
আমলকী গাছের তেকাটায় অবিশ্বাসী চাঁদটাকে ফাঁসীতে লটকে,
প্রতিশ্রুতি একটা ফাঁপা বুদ্বুদ্ সাবানের সামর্থে
এবং হাওয়ার হৃদ্যতাই যাকে খানিকক্ষণ নিরালম্ব রাখে
এবং তারপরেই ভীষণ ধিক্কারে আয়নায় আমার
আটত্রিশ বছরের লালিত ছায়াটাকে ফেটে পড়তে দেখলাম।

অমল অন্ধকার

আমি ডুবে আছি অমল অন্ধকারে
তুমি একবার বাড়াও তোমার হাত
তবে এই কালো রাত্রির ধারাপাত
আলোয় আকুল হলেও বা হতে পারে।

একা এই ঘরে নিঃস্ব দিনের ভয়
দুয়োর খুললে হলুদ পাতার বন
তোমার চোখের স্নিগ্ধ নীলাঞ্জন
বুদ্ধের হাতে মুদ্রিত বরাভয়।

রিক্ত পাতার গাছের প্রার্থনাকে।
বঞ্চনা নয় বসন্ত আনে প্রাণ
বর্ষা রাতের জুঁই-এর কোমল ঘ্রাণ
সবুজ পাতায় সকল অঙ্গ ঢাকে।

আমি ডুবে আছি অতল অন্ধকারে
তুমি এসো আমি জ্বালবো আবার আলো
আকাশ ধাঁধিয়ে বিদ্যুৎ চমকালো
তুমি এলে বীণা বাঁধি মেঘ মল্লারে।

ভালোবাসা চারটি কার্তুজ

ভালোবাসা চারটি কার্তুজ তাজা
বুকের বন্দুকে ভরা ছিল
যতদিন ছিল বুকে বুঝি রাজাসাজা
বেমালুম মানাতো আমাকে
যেদিন তোমার বুকে বিঁধে দিই তাকে
শত্রু ভেবে নয়, কিম্বা কে বলতে পারে
তুমি ছাড়া বড় শত্রু কে আছে সংসারে।

থির বিজুরী

কেন তুমি উদাসীন বাসি বিছানায় শুয়ে আছ
অজান্তে জমেছে জল বাঁ চোখের কোণে,
কে বলেছে শুভ হবে, মগ্ন স্বপ্নে ডুবে গেছ তাই ;
কেন তুমি ঘুমভাঙা চুলে রক্ত করবীর দাগ বাঁ দিকের স্তনে
শুয়ে খেলা কর, নিজেকে নিয়েই, উল্টে পাল্টে স্মৃতিগুলো গোনো।
কেন ঘুম ভেঙে তুমি বাসি বিছানায় শুয়ে আছ রাজকন্যা—
উরু বেয়ে শিহরণ বকুল ফুলের মত ঃ সোহাগী সমস্ত খেলেনা
হেলায় ছিটিয়ে খেলছো কিশোরীর মত আনমনে ;
কেউ কি দিয়েছে গাল, বাবা বকে উঠেছে ঘুমের ঘোরে
তাই অভিমান গালের টোলেতে খেলছে মাছের মতন।
এই জল এই লুকোচুরি আলোছায়া, এই স্তব্ধ দ্বিপ্রহর
চড়ুই পাখির আনাগোনা ; শব্দগুলো যেন কোন্ অন্য জগতের
গন্ধ বয়ে আনে, বুকের ভেতর কার হাসি বিদ্যুৎচমক,
কার কণ্ঠ বিস্মিত দৃষ্টির মধ্যে আত্মপরিচয় বারবার ;
কেন অবেলায় ঘুমভাঙা চুলের গন্ধে ত্রস্ত বেশবাসে
বাসি বিছানায় রাজকন্যা শুয়ে আছ অজান্তে জমেছে জল
বাঁ চোখের কোণে ; সোনা ও রুপোর কাঠি, জন্মমৃত্যু তোমার দুপাশে
তুষারে ডোবানো লাল চুনি দুটি চুপি চুপি স্থির ঢেউ-এ ভাসে।

আসি, যাই

যাই বললে
মা বলতেন—
'যাই বলতে নেই
বলতে হয় আসি'
আসি বললে
বলতেন—
'এসো'।

এখন যাই বললেও
কেউ বলে না
যেয়ো না,
আসি বললেও
বলে না কেউ
এসো।

তবে আর থাকছি কেন ?
হ্যাঁ থাকছো কেন !
তবে যাই—
যাও।

সহমরণের বধূ

চোখ ফেটে জল আসে
বুকের ভিতর দুঃখ ঘন হয় আরো
আঙুল মটকে তীব্র ফণা তুলে বলি,
তুমিই আমার মৃত্যু এনে দিতে পারো
যে কোন নিমেষে—

সলাজ নরম ঠোঁটে মৃদু চোখে হেসে
বলে ঠিক
জ্ঞানশূন্য দিগ্বিদিক—
সহমরণের বধূ
স্বেচ্ছামৃত্যু, সে বুঝি আমারো।

চল্লিশটা মোমবাতি

চল্লিশটা মোমবাতি জ্বলছে বুকের ভেতর
বস্তুতঃই চল্লিশ বছর
প্রতিমার চোখে চেয়ে জ্বলে জ্বলে শেষে
হঠাৎ হাওয়ার ফুঁ'এ ফুরিয়েছে শেষে।

বিধিলিপি

রাত পোহালেই অভিষেক এমনি ছিল ঠিক
পট্টবস্ত্রে কুহুকিনী ছিটিয়ে দিল পিক,
বল্কলে তাই অঙ্গ বেঁধে দুরন্ত যৌবনে
ভার্যা এবং ভাই-এর সঙ্গে গেলেন তিনি বনে
কপালে তাঁর সুখ লেখেনি এবং বিধি বাম
কি করবেন ঋষি কবি কি করবেন রাম।

ট্রেন

স্বপ্নের দিগন্ত বেয়ে বেঁকে যায় ট্রেন
তবে কি মৃত্যুর বাহু প্রলম্বিত দক্ষিণ শিয়রে !
মৃত যত পরিজন ঘুমের গহীনে গল্প করে
কপিশ মহিষে চেপে কালান্তক কবে যে আসেন।

ভালোবাসা

ভালোবাসা কখনো পাওয়ায়
ভালোবাসা চকিত চাওয়ায়
ভালোবাসা বিবাগী হাওয়ায়
হলুদ আঁচলে ভেসে যায়।

ভালোবাসা করতলে তাপ
ভালোবাসা সুখে অভিশাপ
ভালোবাসা সব সন্তাপ—
কেমন সহজে সওয়া যায়।

ভালোবাসা মেঘের মায়ায়
ভালোবাসা সুখের ছায়ায়
ভালোবাসা হাসির হাওয়ায়
হলুদ আঁচলে জ্বলে যায়।

এই যে এমন

এই যে   এমন নদীর ওপর আলো
এই যে   এখন পাহাড় বেয়ে ঘাস
এমন   যদি থাকতো বারোমাস,
তবে   তোমার হাতে জয়
আমার   হোত সুনিশ্চয়।

কিন্তু   আমার নদী
এমন   শূন্য হোল যদি
তবে   কোথায় বা আশ্বাস
সব   পাহাড় জুড়ে ঘাস
    শুকনো মনে হয়—
বুক বেয়ে এক তপ্ত হাওয়া
রাত্রি ব্যেপে ভয়।

ফুল বনে হাওয়া

দশটা পাঁচটা স্কুল বাস
চলে যায়
খোলা জানালায়

মুঠো কয় ফোটা জুঁই ফুল
না ফোলানো বেলুন ?
ঝুড়ু চুল, খুশির হাওয়ায় ওড়ে
রুপোলী রোদ্দুরে ।

লাল নীল হাল্কা সবুজ
লিলিপুট ছেলেমেয়ে, গালে রুজ
আমুল ননীতে গড়া ঢেউ
ওরা নয় কেউ,
তবু খুশি, মরা মন
ফুল বনে ভিজে হাওয়া
বুঝেছি তখন ।

ট্রেন

হাওয়ায় ভাসে, বিদায়, রুমাল
নত চোখের চাওয়া
মলিন হাসি—যাই
তাই
ট্রেন বুঝি যায় ছেড়ে
বুক ফাটানো ধোঁয়ায় নিশান নেড়ে
হাজার হট্টরোলে।

পতাকা তার ওড়াউড়ি
পলক প্রমাণ তাও
মোছে হাওয়ার হাতে :

স্মৃতি মনের মরশুমি ফুল
ফোটে বাটনে হোলে
গন্ধে মাতে রাতে।

ইচ্ছে হলে

ইচ্ছে হলে পদ্মপাতায়
টলটলে হিম জল
চলকে দিতে পারি ;

ইচ্ছে হলে বুকের বিজন
বেহালাটায় ঝড়
ছড় টেনে সঞ্চারী ।

ইচ্ছে হলে ঝাউ বনে চুপ
শীর্ণ শিখার নদী
নির্দয়তার দানে—

ইচ্ছে হলে সাজানো সাধ
স্নিগ্ধ সুষম ঘর
ভাসাই ভরা বানে ।

কেবল আমার ইচ্ছে হয় না
নয়ন মুদে রাখি
ইচ্ছে হলে অরণ্যে ঘোর
ফাগুন ফুটতো নাকি ?

নিরুপমা

গাল দুটি তোর ভরমে ভরাট খুকি
হেসে হেঁটে গেলি আমার আঙিনা দিয়ে
আঁচল আড়ালে শিশুচাঁদ দেয় উঁকি
আমার আষাঢ় একলা কাটে কি নিয়ে।

দুটি চোখ তোর হিরণ হরিণ ভীরু
তবু চমকায় কখন কি মনে পড়ে
ভরা ভাদরেতে নিরুপমা, ডাকি নিরু
যৌবন বনে জল পড়ে পাতা নড়ে।

দুটি বাহুলতা শাঁখের সোহাগ শাদা
চিকুরে চমক সহজ জলের জরি
বয়স বিরস দু'চোখে চতুর ধাঁধা
তবু পাশে থাক প্রিয়ঙ্গু পায়ে পড়ি।

গোধূলির রেলগাড়ি

দু'চোখের কোলে তার কোমল কাজল
বুঝি স্নিগ্ধ সমারোহ নয়, মৃদু মিনতির মত
অহেতুক অভিমান শীতের হাওয়ায় ভাসে,
তার সে সরল সিঁথি করুণ কেশের ঝাউ
বেদনায় বিদীর্ণ, আত্মমগ্ন পায়ে চলা পথ
মায়াবী রোদ্দুরে : উপমা উৎপ্রেক্ষা বেয়ে
বুঝি মানিনীর ছবি অস্পষ্ট রয়ে গেল
ফিকে রোদ ফুঁকে দিল মাঘের আকাশ
রূপের যুগল ঘণ্টা বুকে দুলে ওঠার আগেই
গোধূলির রেলগাড়ি ছেড়ে দিল পাঁচটা পঁচিশে।

যাও

তাকে বলি
বরং, দুঃখের দোরে যাও,
তার হাত ধরে শেখো
মুগ্ধবোধ, চারুপাঠ, নবনীতি সুধা
জল পড়া, পাতা নড়া।
তার কাছে মাথা পাতো
মন্ত্র-দীক্ষা নাও,
ভাবো, দুঃখ কি দোলায় শুধু
না সে ভালোবাসে।

তাকে বলি
দুঃখের দিগন্ত দীর্ঘ
দিকচিহ্নহীন সীমারেখা
ছায়া মরীচিকাবৎ
নীল শূন্যে মিশে আছে।

আঁচলে স্বনন আর্দ্র
দূরবদৃষ্টি কপোলে কোমল
দুঃখের ধরণ নয় ;
দুঃখ বড় দয়াহীন-দূরে ঠেলে
দাবদাহে দহে
দৃপ্ত দণ্ডী চাবুক দোলায়।

তবু দুঃখের দুয়োরে যাও
তাকে দীর্ঘ কড়া নেড়ে ডাকো
দাবী কর শান্তিজল
বল—'গাঢ় চোখে চাও।'

যদি পার—
দুঃখের দুকূলে ছোঁও
নম্রনত ঠোঁটে
বুকে বসনে জড়াও
যেন মায়া, যাও।

আমার নিজস্ব

আমার নিজস্ব কোন নদী নেই
যে চেনে আমাকে
আমার নিজস্ব কোন পাখি নেই
শিস দিয়ে ডাকে।

আমার নিজস্ব কোন তারা নেই
একলা আকাশে
আমার নিজস্ব কোন নারী নেই
ঠোঁট টিপে হাসে।

আমার নিজস্ব কিছু দুঃখ আছে
সযত্ন সঞ্চিত
আমার সর্বস্ব জুড়ে সুখ, কেউ
বিনিময়ে নিত।

সে

এইমাত্র ঘুম ভেঙে জেগেছে সকাল
এইমাত্র দোল খেল কচি রোদে শিরিষের ডাল
এইমাত্র শিষ দিয়ে ডেকে গেল পাখি
আমি তার তীব্র হিম হিমানীর স্তূপে মুখ রাখি।
দুধারে কোমল শীত বড় স্নিগ্ধ মৌণ অনুভূতি
মায়াবী নন্দন বন মরকত দ্যুতি
নদীর নরম জলে তোলে তোলপাড়,
শ্লথ নীবি নীল শাড়ি, তার তৃপ্ত পাড়
বড় নম্র আননেতে গল্পে বলে, কাল রাতে
কি নিবিড় নাগরালী ঘটে গেছে, পালক কোমল বিছানাতে।

এখন বসন্তকাল ফুলের ফসলে ফুল্ল নীল প্রজাপতি
আমি সুখের শীৎকার, নিভৃত নিষেধ, অতি
রমণের ক্লান্তি ভুলে, সোহাগ সন্তর্পে ডাকি—নিরু
চায়ের চটুল শব্দে চোখ চেয়ে, কখন সে ভীরু
সুখের আঁচল মেলে ভ্রূভঙ্গে হেসেছে মুগ্ধ চুপে
আর আমি দস্যুহাতে লুব্ধ তার লাবণ্যের স্তূপে
চকিতে লুণ্ঠন সেরে লম্পটের লালসে তাকাই,
কপট শাসন শুনে ভয় ভালোলাগা ভরে হাই
তুলে বস্তুতঃ চোখের সামনে যাকে তীক্ষ্ণ তিরস্কার করি
সে সবে সাতটা বাজা ছোট জ্যাজ টাইমপিস ঘড়ি।

বুকে আমার বিঁধে যাচ্ছে

বুকে আমার বিঁধে যাচ্ছে বর্শাফলা
নাকি বর্ষা উপুর ঝুপুর অসময়ের ঘাসে,
সুখে আমার সিঁধ দিচ্ছে সহিষ্ণু চোর
নাকি ফর্সা হচ্ছে আকাশ, হাসে
সূর্য হিরণ্ময় অসংবৃত পুষন্ ;
এখন আমি ভেবে পাইনে, জরা না জয়
সত্যিকারের কোনটা কে কার ভূষণ—
তামাদি দুঃখের ; দাহে কোনটা টিকবে
বা বর্ণজ্বলে বিচ্ছিরি এক ব্লাউজ
সেমিজ, সায়া ; গয়না আমার গায়ে
সয়না, ধাতে কামিনী কাঞ্চন, কামে
সমূহ সন্দেহ, ছাইএ এ-ছার দেহ ঢাকা ;
দোহাই দাতা একান্তই কি দেওয়ার ইচ্ছে ?
তবে বর্ষা কিম্বা বর্শা বা সুখে সোহাগ
মেশাও, আর পেশাও সহজ সরল ঃ
আকণ্ঠ এই নীলের নীচে আকীর্ণ হাত
যখন তৃষা তরল, যখন মদে মেদে
মত্ত মেয়ে অহরহই মেশায় গোপন গরল !

যাই

দীর্ঘকাল দূরে আছি
ভুলেছি দুর্মর দুঃখ
আধো আঁচরের আড়ে আলো,
বলি এই ভালো—
এই দূরে দূরে থাকা
ভুলে থাকা ভদ্র ভান গুলি।

ছায়ার বলয়ে বৃক্ষ স্থির
ফুলে অম্লিন অহংকার
জন্মশোধ ভালোবাসাবাসি,
সময় হয়েছে, যাই—
রোদ্দুরের পাড় বেয়ে
খুকুকে ইস্কুলে দিয়ে আসি।

আজ যেখানে

আজ যেখানে জলের শব্দ
যেখানে আজ নদী
সেইখানে এক পাহাড় ছিল
দিগন্ত অবধি।

আজ যেখানে ফুল
ফেলে দিই শান্ত বিসর্জনে
সেইখানে সে বসতো এসে
নিশান্তে নির্জনে।

আজ যেখানে সে গিয়েছে
জল নিয়েছে পিছু
দিগন্ত আজ দুয়ার দিল
দুঃখী দু'চোখ নীচু।

নয়ন জলের নয়নজুলি
পথ কেটেছে বনে
নদী নিপুণ নৃত্যে নাচে
প্রপাতে তর্জনে।

আজ এখানে মন পুড়েছে
বন গিয়েছে ঘুরে
মায়ার মালা জলে ভাসাই
কান্না মেশাই সুরে।

পাপ

কোথাও ছিল কি পাপ ?
তাই তাপ
তাই এই শোক,
তাই তো পাথর
বুক জুড়ে ;

অভিশাপ কেউ দিয়েছিল ?
তাই কান্না
তাই করাঘাত
তাই তো যে হাত—
হেলায় সমস্ত দেয়
তাকেও তো
দিয়েছে ফিরিয়ে।

কোথাও ছিল কি দ্বন্দ ?
তাই ধুলি
তাই ধ্রুব
তাই ধুনি জ্বলে ;

তাই শূন্য
শিরোধার্য.
তাই দুঃখ
দীর্ঘশ্বাস
দয়াহীন
দাপিতের দুই করতলে।

লকেট রয়েছে

এইমাত্র চলে গেল। লকেট রয়েছে তার
ষোল বছরের ধুকধুকি। হৃদয়ের ওঠাপড়া
কিশোরীর মানসিক মানচিত্র, আবহাওয়া দপ্তরে
ঘণ্টায় ঘণ্টায় এই রোদ এই বৃষ্টি
এই মৃদু হাসি ; কাঠবিড়ালীর পিছে
ছুটে যাওয়া অকারণ ঃ এইমাত্র চলে গেল ;
তিন জোড়া নতুন জুতো ; ম্যাক্সি মিনিগুলি
ভিজে, রোদ্দুরে শুকোয়। ও আর পরবে না।
আহা অভিমান শুধু এক বাক্স রুমালের
ম্লান মুখচ্ছবি। ও আর ছোঁবে না দাঁতে
কাটবে না দ্বিধাদ্বন্দ্বে থরোথরো হলে ;
শুধু লকেট রেখেছে ধরে গত ষোল বছরের
প্রতি দণ্ডে পলে, ঘুমে জাগরণে স্বপ্নে
শূন্য অভিমানে সব শব্দ সব অহংকার।
এইমাত্র চলে গেল। লকেট জেনেছে একা
অঙ্গীভূত হৃদয়ের ম্লান ওঠাপড়া
পাপির বিভ্রম বাষ্প, একা ঘরে গন্ধ কিছুকাল।

প্রমিতার সুখদুঃখ

আমি তার বুকের নিভৃতে নিবিড় নীলিম দুঃখ
দু' পাঁচটা খুচরো অভিমান
নীল লেস বসানো রুমালের রুদ্ধরোষ,
দীর্ঘ পল্লবের দর্পী দুঃস্বপন খুঁজে পাই।
জানি সে নেই সেখানে, পিতার প্রতপ্ত স্নেহ,
মায়ের মায়াবী হাত ভগিনীর
গচ্ছিত গোপন গল্প কিম্বা ভাই-এর ভঙ্গুর ভালোবাসা জমা আছে।
আমি তাকে সায়ন্তনী বকুলতলায় তরল জ্যোৎস্নার জলে বেগুনী ফুলের নিবিষ্ট ডালের নীচে খুঁজে পাই। দেখি আশ্বিনের সহৃদয়ী স্বাভাবিক মেঘ মেয়েটির স্ফুট দুঃখে অভিমানী স্ফীত। আমি শ্লথ বৃন্ত বকুলকে বলি তুমি আরো নমনীয় শিশির নিসিক্ত ফুলে ভরে দাও বীথি। রাত্রি তুমি নির্বিরোধী ঘুম দাও মেয়েটির চোখে ;
স্বপ্নে যুবকের সঙ্গসুখ সুধা।
যেন জেগে উঠে অভিমানী দুর্মর দুঃখের অন্তে দিবা-ডাকবাক্স খুলে
ফুরফুরে যুবকের দীর্ঘ খামে হাওয়াই জাহাজে ভাসা
সুগন্ধি সন্তপ্ত চিঠি পায়।

খুকি কি সহজ ঘুমে

খুকি কি সহজ ঘুমে বিছানায়
স্ফুট স্তন ভেসে আছে
বড় অসহায়, যেন কার সঙ্গসুখ
সোহাগের স্পর্শ পেতে চায়।

আমি তাকে সহজ জ্যোৎস্নার জলে
কদম্বের কম্র সুরভিতে রেখে দিই,
যেন জাগতিক কোন দুঃখ ভুলেও
দোলে না তার অলকের আলতো কুসুম।

খুকি কি সহজ ঘুমে, স্বপ্নে সাগরিকা
ঝিনুক কুড়োয় বা বালির বিবর গড়ে
এক্কা দোক্কা খেলে ঃ তার নীল রিবনে
বো-বাঁধা বেণী খুলে যায়, ঘামে
ভেজে তালু ; মনের মর্মর শোনা যায়।

পৃথিবী তো নিরীশ্বর নয়—তাই
অনুচ্চার প্রার্থনায় বলি—
আহা এখনো অনেক পথ
পড়ে আছে, পায়ে কাঁটা বেঁধা
অন্ধকার, হাঙরের হাঁ ;
তবু তার সমস্ত বালাই নিয়ে
আমি যেন মরি এবং যেমন জ্বলছি
আজ আভোগ বসন্তে, কিম্বা
পরজন্মে ঠিক তেমনি জ্বলি।